সাতদিন

২ মে : ঢাকা ও ঝিনাইদহে র‍্যাব ও পুলিশের 'ক্রসফায়ারে' দু'জন নিহত। র‍্যাবের ক্রসফায়ারে সন্ত্রাসী টাক্কু রিপন ও পুলিশের ক্রসাফায়ারে ঝিনাইদহের ইউপি চেয়ারম্যান মন্টু নিহত।

ইন্টারনেট মেলা ২০০৫ আজ শেষ।

৩ মে : কাওরানবাজার ও পার্শ্ববর্তী এলাকার চাঁদাবাজ চক্রের শীর্ষ ২ জনসহ আরো ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

৪ মে : চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় দুর্লভ প্রজাতির একটি মেছো বাঘ আটক করা হয়।

সরিষাবাড়িতে যমুনা ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় ট্রেনটি ৬ ঘন্টা দেরি করে।

৫ মে : ভারতের সীমান্ত এলাকা থেকে বাংলাদেশের ৮ সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কুমিল্লায় চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রামগামী যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে গেলে ঘটনাস্থলেই ৩ জনসহ ৪ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়।

৬ মে : স্কয়ার কনজ্যুমার প্রোডাক্টস লিমিটেডের আয়োজনে ধানমন্ডির সুলতানা কামাল মহিলা কমপ্লেক্সে কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়।

৭ মে : ফতুল্লায় জিএসপি সার কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাসে এলাকার ৮/৯ জন অসুস্থ হয়।

৮ মে : সাভারে ধসে পড়া নয়তলা ভবনের মালিক শাহরিয়ার সাঈদ হাসান ও পরিচালক আবুল হাসেম ফকির কারাগারে।

পিরোজপুর কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের সংঘর্ষে ৬ জন আহত।

শুধু মহিউদ্দিনের নয় বিজয় রাজনীতির

একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা, মেয়রকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ, অস্ত্র উঁচিয়ে ধাওয়া, সংখ্যালঘুদের হুমকি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া, জালভোট ৯ মে সাধারণ চিত্রে পরিণত হয়েছিলো। তবু শেষ রক্ষা হলো না। প্রমাণ হলো সত্যিকার রাজনৈতিক নেতা হলে জনগণ তার স্বীকৃতি দেয়। দেশের বর্তমান হঠকারী রাজনীতির জগতে নতুন করে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার দৃষ্টান্ত খুলে দিয়েছে রাজনৈতিক শুভ সূচনার দুয়ার।

কাজ করলে তার মূল্যায়ন হয়- চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আবারও সেটা প্রমাণ হলো। নানা প্রতিকূল পরিবেশেও মহিউদ্দিন আহমেদ চট্টগ্রামে কাজ করেছেন। এক কথায় বলা যায়, বদলে দিয়েছেন চট্টগ্রামের চেহারা। যেকোনো মানুষ চট্টগ্রাম শহরে গিয়ে নামলেই বুঝতে পারবেন, এ শহরের একজন অভিভাবক আছেন। তিনি মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী।

আমাদের রাজনীতিতে একটা কথা খুব প্রচলিত যে, নির্বাচনে জেতার জন্যে কাজ করার দরকার নেই, সমস্যা নেই জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ততা না থাকলেও। অর্থ থাকলেই নির্বাচনে জেতা যায়। এ কথা পুরোপুরিভাবে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত, যদি মহিউদ্দিন চৌধুরী পরাজিত হতেন। সুতরাং আমাদের রাজনীতির স্বার্থে, সুষ্ঠু রাজনীতির স্বার্থে সর্বোপরি রাজনীতিবিদদের স্বার্থে বিজয়ী হওয়া প্রয়োজন ছিল মহিউদ্দিন চৌধুরীর। চট্টগ্রামের মানুষ সেই মহান দায়িত্ব পালন করে বিজয়ী করেছেন মহিউদ্দিন চৌধুরীকে। আর বিজয়ী শুধু মহিউদ্দিন চৌধুরী একা হননি, বিজয়ী হয়েছে সুস্থধারার রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদগণও।

djvdj †NvIYvi ci d‡ji gvjvq bewbewPZ †gqi‡K eiY K‡i wb‡"Q mg_Kiv

g¨wR‡÷U †gvt mvBdj Bmjv‡gi AvBwW bv¤vi †`L‡Z Pv‡"Qb gxi bwQi

শিবির-ছাত্রদল ক্যাডারদের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে '৯৪-এর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের নানান টালবাহানায় নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণায় হয়েছে কেবলই সময়ক্ষেপণ। ১০ মে ভোর সাড়ে ৬টায় ঘোষিত হলো চূড়ান্ত ফলাফল। ৯ মে সন্ধ্যা থেকে ৪ ঘণ্টা ঠায় দাঁড়ানো কয়েক লাখ জনগণের গণজোয়ার শুধু রায় শোনার জন্যে প্রতীক্ষায় প্রহর গুনেছে। জাসদের কার্যকরী সভাপতি নাগরিক কমিটি নেতা মঈনুদ্দিন খান বাদল একের পর এক ঘোষণা করে যাচ্ছেন

জনমত। মুহুর্মুহু স্লোগান, বাঁশি বাজিয়ে এবং ব্যালট বাক্সকে তবলা বাজিয়ে উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে জনতা! পর্যন্ত তিনি ৫৭৭টি ভোটকেন্দ্রে ৩ লাখ ৫১ হাজার ভোট পেয়েছেন। অপর পক্ষে চারদলীয় জোট প্রার্থী মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন পেয়েছেন ২ লাখ ৫৯ হাজার ভোট। প্রায় লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে মহিউদ্দিন জয়ী হয়েছেন। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলেও ফলাফল ঘোষণা নিয়ে উত্তেজনা, উদ্বেগ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

মহিউদ্দিনের সমর্থকরা নগরীতে বিজয় মিছিল করেছে, তবে তিনি তাদের শান্ত থাকার অনুরোধ করেছেন। অপর পক্ষে চারদলীয় জোট প্রার্থী মীর মোহাম্মদ নাছির ফলাফলের এ বিপর্যয় সহজভাবে নিতে পারেননি। তিনি হেরে যাওয়ার কারণ হিসেবে দলীয় নেতাদের দায়ী করেছেন। মীর নাছির সাংবাদিকদের বলেন, নেতাদের জন্যই আজ এ অবস্থা হয়েছে। কর্মীরা ঠিকই মাঠে-ময়দানে ছিল। কিন্তু অধিকাংশ নেতাকে কোথাও দেখা যায়নি।

wbevPb †K‡›`ª †gRi Rvnv½xi‡i mv‡_ gxi bwQ‡ii DËß evK¨ wewbgq

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ৪১টি ওয়ার্ড কমিশনার পদের মধ্যে ৩১টিতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন।

ফলোআপ

খতমে নবুওয়তের তান্ডব চলছেই

সাতক্ষীরার শ্যামনগরের আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ওপর জঙ্গিদের আক্রোশ কমছেই না। বরং আগামী ১ জুন কাদিয়ানিদের ওপর আক্রমণের ডাক দিয়েছেন খতমে নবুওয়তের অপারেশন কমান্ডার নূর হোসেন নূরানী। এজন্য বিভিন্ন স্থানে মিটিং করে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিচ্ছেন, 'অবিলম্বে খতমে নবুওয়তের ওপর দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া না হলে কাফের কাদিয়ানিদের কঠোর শিক্ষা দেয়া হবে।' গত ১৭ এপ্রিল যতীন্দ্রনগরের কাদিয়ানিদের মসজিদ ঘেরাও ও হামলার পর খতমে নবুওয়তের একদল নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা করা হয়। এতেই ক্ষেপে গেছে এসব মৌলবাদী জঙ্গিরা। পাল্টা তারা কাদিয়ানিদের ৪৮ জনকে আসামি করে থানায় মামলা করেছে। হরিনগর, ভেটখালীসহ বেশ কয়েকটি স্থানে কাদিয়ানিদের লাঞ্ছিত করার ঘটনা ঘটেছে। মামলা প্রত্যাহার না হলে আগামী ১ জুন কাদিয়ানিদের উচ্ছেদ করা হবে বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া হচ্ছে।

কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের সদস্য রবিউল ইসলাম জানান, হরিনগরে বয়োবৃদ্ধ মকবুল ইসলাম এক ফার্মেসিতে ওষুধ কিনতে গেলে, খতমে নবুওয়তের এক কর্মী ফার্মেসির কর্মচারীকে ওষুধ দিতে বারণ করে।' রবিউল আরো জানালেন, সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত 'জামায়াতি আক্রমণের শিকার কাদিয়ানিরা' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর স্থানীয় খতমে নবুওয়তের সদস্যরা তাদের শাসিয়ে গেছে। বলেছে, 'আমাগে নামে যে মামলা কল্লে তা তুলি নাও। তা না হলি কোনো সংবাদে কাজ হবিনানি।' রবিউল জানালেন, গত বৃহস্পতিবার থেকে পুলিশ ক্যাম্পও উঠে গেছে। তবে টিএনও সাহেব মোবাইলে খোঁজ নেন।

শ্যামনগরের টিএনও সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'অবস্থা এখন বেশ ভালো । আগামী ১ জুন খতমে নবুওয়ত আবার কর্মসূচি দিয়েছে। জুন আসতে মেলা দেরি। তবে এখন থেকেই ডিসির সঙ্গে আলাপ করে সার্বিক অবস্থার ওপর নজর রাখছি। আশা করি সমস্যা হবে না।'

গত ১৭ এপ্রিল খতমে নবুওয়ত যে ঘেরাও কর্মসূচি দিয়েছিল, তাতে সাতক্ষীরার অন্যান্য থানা, বগুড়া, নওগাঁ, কুষ্টিয়া, যশোরসহ বিভিন্ন জেলা থেকে লোকজন এনেছিল। বংশীপুর জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুর গফুর জানান, '১৪ তারিখ থেকেই লোকজন এসে বিভিন্ন মাদ্রাসা ও মসজিদে আশ্রয় নেয়। এমনকি ঘটনার দিনও বিভিন্ন জেলার জঙ্গিরা মাইক্রোবাসযোগে আসছিল।' কালীগঞ্জে বাস টার্মিনালের লাইনম্যান আকমল জানালো, '১৭ এপ্রিল পুলিশ সব যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও ১০-১২টি মাইক্রো সাতক্ষীরা সদর থেকে এসেছিল। পুলিশ ও আমরা বাধা দিই। মাইক্রোর ভেতরে অধিকাংশই দাড়ি-টুপি পরা মাদ্রাসার ছাত্র। একটি মাইক্রোর পেছনে ছিল গড়ান লাঠির বান্ডিল।'

স্থানীয়রা অবশ্য ১৭ এপ্রিল খতমে নবুওয়তের আন্দোলনকে খুব একটা সহযোগিতা করেনি। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাদিয়ানিদের সহযোগিতা করেছে। বিশেষ করে 'মসজিদ নয় উপাসনালয়ে'র সাইনবোর্ডটি খুলে ফেলায় খতমে নবুওয়তের জঙ্গিরা উত্তেজিত হয়ে উঠলে স্থানীয়রা রুখে দাঁড়ায়। হরিনগর থেকে যতীন্দ্রনগর

প্রতিবাদ

সাপ্তাহিক ২০০০-এ গত ৭ বর্ষ ৫০ সংখ্যায় 'জামায়াতি আক্রোশের শিকার কাদিয়ানিরা' শীর্ষক প্রতিবেদনের দু'টি অংশের প্রতিবাদ করেছেন দু'জন। প্রতিবেদনে 'এনজিও কর্মী' হিসেবে উল্লেখিত সুমন জানিয়েছেন, সে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে এ কাজে সম্পৃক্ত। সে কোনো এনজিও কর্মী নয়।

অপর প্রতিবাদে এনজিও 'নারীপক্ষ' জানিয়েছে প্রতিবেদনে উল্লিখিত ফরিদা আখতার তাদের কোনো কর্মী বা প্রতিনিধি নয়। প্রতিবাদে আরো বলা হয়েছে, যতীন্দ্রনগরের ঘটনার প্রেক্ষিতে গত ২০ এপ্রিল থেকে প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ করে এলাকায় সম্প্রীতি উন্নয়নের চেষ্টা করছে এবং 'দুর্বার নেটওয়ার্ক'-এর নারী সংগঠনের প্রতিনিধি ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত মানবাধিকার সংগঠন প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে যতীন্দ্রনগরের পুনরায় হামলায় যে হুমকি দেয়া হয়েছে তা মোকাবিলার পদক্ষেপ নিয়েছে।

মোটরসাইকেলে মানুষ আনা-নেয়া করে সুন্নি সম্প্রদায়ের ফরিদ আলম। তিনি বলেন, 'আমার দুই চাচা কাদিয়ানি। কাদিয়ানিদের ওপর লাঠির বাড়ি পড়লে আমাদের ওপরও বাড়ি পড়ে!'

অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এলাকা ভেটখালী। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা লোকমান হাজি জানালেন, 'কাদিয়ানিরা আমাগে বিপদে-আপদে সাহায্য করে। তাগে ভালো চাই। হুজুরগে হাঙ্গামা থেকি রক্ষা করা চাই।'

খতমে নবুওয়তের নেতা নূরানী সাংবাদিকদের শাসাচ্ছেন। bivbx বলছে সব সাংবাদিকদের শূয়রের মাংস খাওয়াবো, সাংবাদিকদের ভর্তা বানিয়ে মাছ দিয়ে খাইয়ে দেবো।

এদিকে আহমদিয়াদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিসহ বেশ কিছু এনজিও প্রশাসনকে চাপ দিয়ে এবং জনমানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করছে। জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠান করে এবং গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে লোকজনকে বোঝানো হচ্ছে খতমে নবুওয়ত যা করছে তা ঠিক না, ধর্মের নামে তারা সহিংসতা ছড়াচ্ছে।

সাজেদুর রহমান

ঘন্টায় ১ কোটি টাকা খরচ
তবু বসছে নিয়ম রক্ষার সংসদ!

রিপোর্ট : **জয়ন্ত আচার্য**

আগামী ১২ মে থেকে আবারো বসছে নিয়ম রক্ষার সংসদ। জাতীয় সংসদের এটি ষষ্ঠদশ অধিবেশন যা সীমিত সময়ের জন্য বসবে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পূরণে। সংবিধানের ৭২ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদের এক অধিবেশন সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকবে না।

জানা গেছে, আসন্ন অধিবেশনেও বিরোধী দল অংশ নিচ্ছে না। সংসদ অধিবেশন অর্থবহ করার জন্য সরকারি দলের মধ্যেও উদ্যোগ নেই। এ অধিবেশনে কয়েকটি বিল আসতে পারে। তবে সরকারসহ সবাই অপেক্ষা করছে বাজেট অধিবেশনের জন্য। আগামী ৯ জুন জাতীয় সংসদে বাজেট পেশ করা হবে। এর কয়েকদিন আগে অধিবেশন আরম্ভ হবে।

কোরাম সংকট জাতীয় সংসদের অধিবেশনে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত সংসদ অধিবেশনে কোরাম সংকট তীব্র হয়ে ওঠে। সংসদের ১৮টি কার্যদিবসের মধ্যে ১৬ কার্যদিবসেই কোরাম সংকট দেখা দেয়। সংসদ অধিবেশনগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, সংবিধান বহির্ভূতভাবে কোরাম ছাড়াই সংসদ চলে দীর্ঘ সময়। এমন কি কোরাম ছাড়াই আইন পাস করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের পার্লামেন্ট ওয়াচ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ৫টি অধিবেশনে ৫৫ ঘণ্টা শুধু কোরামের জন্য সময় নষ্ট হয়েছে। সংসদে এসে কোরাম পূর্ণ করার কোনো আগ্রহ না থাকলেও সাংসদরা সুযোগ সুবিধা ঠিকই নিচ্ছেন। তাদের সুযোগ সুবিধা নেয়ার অঙ্কটাও বিশাল। তারা নিচ্ছেন ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি, টেলিফোন ও ভ্রমণ বিল আর লাল পাসপোর্টের সুযোগ। সরকারের কোষাগার থেকে বছরে তাদের পেছনে ২০০ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে।

সংসদে অকার্যকরতা নিয়ে সরকার ও বিরোধী দল একে অপরের ওপর দোষ চাপাচ্ছে। সরকারি দলের যুক্তি বিরোধী দল সংসদে আসে না বলেই সংসদ কার্যকর হচ্ছে না। অপরদিকে বিরোধী দল বলছে, সরকারি দলের সাংসদরা ভাগবাটোয়ারা নিয়েই ব্যস্ত। শুধু মন্ত্রিসভার সদস্যরা এলেই তো কোরাম পূরণ হয়। সংসদ কার্যকর না হওয়ায় আলোচনা ছাড়াই একের পর এক জনগুরুত্বপূর্ণ বিল পাস হচ্ছে। টিআইবি পার্লামেন্ট ওয়াচ গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, অষ্টম জাতীয় সংসদের ৭ম থেকে ১০ম-এই ৪টি অধিবেশনের মধ্যে বাজেট অধিবেশন ছাড়া অন্য অধিবেশনগুলো শুধু নিয়ম রক্ষার জন্য বসেছে। এই অধিবেশনগুলোতে কোরামের অভাবে ৩১ ঘণ্টার বেশি সময় নষ্ট হয়েছে। এজন্য অপচয় হয়েছে ২ কোটি ৮০ লাখ ২০ হাজার টাকা। এ অর্থ ব্যয় করে সংসদ সদস্যরা নিজ নিজ দলের নেতা ও নেত্রীর প্রশংসা করেছেন ১৩৬ বার। প্রতিপক্ষের নেতা ও নেত্রীর সমালোচনা করেছেন ২১৫ বার। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে ২০৭ বার।

আগামী সংসদ অধিবেশনে যোগদানের বিষয়ে জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা অ্যাডভোকেট আবদুল হামিদ খান বলেন, 'সরকার তো ইচ্ছামতো সংসদ পরিচালনা করছে। নিয়মনীতি মানা হচ্ছে না। তারা চায় না বিরোধী দল সংসদে আসুক। বিরোধী দলকে সংসদে নিয়ে আসার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে'। অন্যদিকে বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া বলেছেন, 'বিরোধী দলের দায়িত্ব আছে সংসদে আসা। সংসদকে কার্যকর করে তোলা। সরকারি দলের উদ্যোগের যুক্তিটি অর্থহীন'।

জাতীয় সংসদে প্রতি মিনিট অধিবেশন চালাতে ১৫ হাজার টাকা খরচ হয় যার যোগান দেয় জনগণ। অথচ বিপুল অর্থ ব্যয় করে চলছে নিয়ম রক্ষার পালা। এই দায়ভার থেকে সরকার বা বিরোধী দল কেউই মুক্ত নয়।

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪

মেঘনা ঘাট

টোল প্লাজায় অনিয়ম

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেঘনা-দাউদকান্দি (গোমতী) সেতুর টোল প্লাজা কম্পিউটারাইজড করার পরও চলছে অনিয়ম। লোপাট হচ্ছে অর্থ। সর্বশেষ গত ১ জুলাই থেকে অস্থায়ী কম্পিউটারাইজড টোল প্লাজা স্থাপনের পর শুধু দুর্নীতি-অনিয়মের ধরন পাল্টাচ্ছে। হিসাবে দেখা গেছে প্রতিদিন কয়েক লাখ টাকার গরমিল হচ্ছে।

মেঘনা ও গোমতী দুই সেতুর মধ্যে যেহেতু বিকল্প কোনো রাস্তা নেই, এ কারণে দুই সেতুর টোল একসঙ্গে তোলা হয়। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শেষের দিকে যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু টোল প্লাজার ইজারা প্রথা তুলে দেন। সড়ক ভবনের নারায়ণগঞ্জ জোনকে মেঘনা-দাউদকান্দি সেতুর টোল তোলার দায়িত্ব দেয়া হয়। তখন থেকেই টোল প্লাজার অর্থ আত্মসাতের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ সময় টোল প্লাজার অর্থ তোলার দায়িত্ব দেয়া হয় সড়ক ভবনের নারায়ণগঞ্জ জোনের নির্বাহী পরিচালককে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকার সমর্থক সিবিএ নেতারা এ দায়িত্ব লাভ করেন। তারা পালাক্রমে টোল তোলার দায়িত্ব পান। এ অর্থের বিভিন্ন স্তরে চলে ভাগবাটোয়ারা। মেঘনা ঘাটের টোল প্লাজার অর্থ নিয়ে নানা অভিযোগ ওঠার পর যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটিতে বিষয়টি ওঠে। তারা ২০০৩ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই কম্পিউটারাইজড টোল প্লাজা স্থাপনের সময়সীমা বেঁধে দেয়। অথচ যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও সড়ক ভবন নানা অজুহাতে টেন্ডার ডাকতে সময়ক্ষেপণ করতে থাকে। গত বছর ৩০ জুন পর্যন্ত সড়ক ভবনই টোল ওঠানোর দায়িত্ব পালন করে। নির্ধারিত সময়ের দেড় বছর পর মালয়েশিয়াভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান মেসার্স প্রমাস জেবি নামক প্রতিষ্ঠানকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়। আল আমিন কনস্ট্রাকশন ও রেজা কনস্ট্রাকশন মেসার্স প্রমাস জেবির এ দেশীয় এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে।

এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক '৯৭ সালে মেঘনা-দাউদকান্দি সেতুর ওপর দিয়ে কি পরিমাণ যানবাহন চলাচল করে তার ওপর একটি জরিপ চালায়। এই জরিপ অনুযায়ী মেঘনা-দাউদকান্দি সেতুর ওপর দিয়ে প্রতিদিন উভয় দিক থেকে গড়ে ১৬ হাজার ২০০ যানবাহন পারাপার হতো। এর মধ্যে ১০ হাজার বড় ধরনের বাস-ট্রাক চলাচল করে। এ সংখ্যা গত ৮ বছরে আরো বেড়েছে। এ হিসাব অনুযায়ী প্রতিদিন ২০০ টাকা করে বাস-ট্রাক বাবদই টোল প্লাজায় ২০ লাখ টাকা ওঠার কথা। সব মিলিয়ে প্রতিদিন ২২/২৩ লাখ টাকা আয় হবার কথা। অথচ সড়ক ভবন সূত্র জানিয়েছে, গত জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত গড়ে ১৩/১৪ লাখ টাকা করে সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে দৈনিক বাকি ১০ লাখ টাকা বিভিন্ন স্তরে ভাগবাটোয়ারা হয়েছে। সে হিসেবে গত ৪ বছরের মেঘনা ঘাট টোল প্লাজা থেকে ৫০ কোটি টাকা লোপাট হয়েছে।

মূলত রেজা কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেডের লোকজন এখন ঘাটে টোল আদায়ে নিযুক্ত রয়েছে। সূত্র জানিয়েছে, এখন আগের চেয়ে ৫/৬ লাখ টাকা বেশি টোল আদায় হলেও আর্থিক অনিয়ম চলছে। ২ থেকে ৩ লাখ টাকা আরো বেশি টোল ওঠার কথা। অভিযোগ রয়েছে, অনেক সময় যানবাহনের শ্রেণী পরিবর্তন করে ও রসিদের হেরফের নিয়ে টোল আদায় হয়। ৮০০ টাকা আদায় করলেও ৪০০ টাকা দেখানো হয়। মেঘনা ঘাট টোল প্লাজায় ট্রেইল ট্রাক ১,০০০ টাকা, বাস ৪০০, ট্রাক ৪০০, মাইক্রো জিপ ১৫০ টাকা এবং প্রাইভেট কার প্রতি ১০০ টাকা করে নেয়া হয়।

সরজমিনে মেঘনা ঘাটে গিয়ে দেখা গেছে কম্পিউটারের টোল বাক্সের ভেতরে দু'জন লোক বসা আছে। উভয় পাশে কল্যারম্যান, লাইনম্যান, পুলিশ এবং ট্রাফিক দাঁড়ানো রয়েছে। লোহার খাঁচায় ভরা টোল বাক্সে খুব কাছে থেকে ছাড়া বোঝার উপায় নেই কত টাকা কম্পিউটারে উঠল। মূলত এই সুযোগ নিয়েই আর্থিক অনিয়ম হচ্ছে প্রতিদিন লক্ষাধিক টাকা। বর্তমানে অনিয়মের অভিযোগে আল আমিন কনস্ট্রাকশনের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত দল তদন্তকাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

মেঘনা ঘাট টোল প্লাজা প্রসঙ্গে যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ ২০০০কে বলেন, 'টেন্ডারে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে টোল প্লাজা স্থাপন করা হয়েছে। আগের চেয়ে টোল আদায় বাড়ছে। অবশ্যই উদ্যোগটি ভালো হয়েছে।' তবে বর্তমানে অনিয়মের বিষয় রেজা ও আল আমিন কনস্ট্রাকশন থেকে কোনো ধরনের বক্তব্য দিতে অস্বীকার করেছে।

আরেকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেলেন সুমি খান

সাংবাদিকতায় সাহসিকতাপূর্ণ অবদানের জন্য সাপ্তাহিক ২০০০-এর চট্টগ্রাম প্রতিনিধি সুমি খানকে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ওমেন মিডিয়া ফাউন্ডেশন (আইডব্লিউএমএফ) পুরস্কৃত করেছে। সারা বিশ্বের সাংবাদিকদের মধ্য থেকে সুমি খানকে ২০০৫ সালের এ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়। এ পুরস্কারের জন্য সুমি খানকে বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি) মনোনয়ন দিয়েছিল। উল্লেখ্য, সুমি খান চলতি বছরের মার্চে যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডেক্স অন সেন্সরশিপ অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন।

সাভারে ধসে পড়া ৯তলা ভবনের মালিক কারাগারে

সাভারের গার্মেন্টস স্পেকট্রাম সোয়েটার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ৯তলা ভবন ধসে ৭৯ জনের মৃত্যুর মামলায় মালিক শাহরিয়ার সাঈদ হোসেন ও পরিচালক আবুল হোসেন ফকিরকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গত ৮ মে ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে বিচারক তাদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। সাভারের ভবন ধসের ঘটনাটি স্মরণকালের ভয়াবহ ঘটনা। প্ল্যান এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া দুর্বল অবকাঠামোর মাধ্যমে ৯তলা ভবন তৈরি করে ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধ করেছে আসামি শাহরিয়ার ও আবুল হাসেম। বিচারক মোঃ রফিকুল ইসলাম আইনের যথাযোগ্য ব্যবহার করেছেন।

খুলে দেওয়া হচ্ছে রূপসা সেতু

চলতি মাসের মধ্যেই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের বহু প্রতীক্ষিত 'রূপসা সেতু' (বর্তমানে নামকরণ করা হয়েছে খানজাহান আলী সেতু) চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হচ্ছে। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সরকারের কাছে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরও করেছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ২১ মে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেতুটি উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনের পরদিন থেকে যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচলের জন্য এটি উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।

জানা গেছে, রূপসা সেতু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাপান সরকারের পক্ষে সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। তিনি যদি কোনো কারণে আসতে দেরি করেন তাহলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও সামান্য পরিবর্তন আনা হতে পারে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিও নেয়া হচ্ছে। এটি হবে রূপসা নদীর পূর্বপাড়ে। অবশ্য স্থানীয় প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি নিরাপদ মনে করে, তবেই পূর্বপাড়ে অনুষ্ঠান হবে। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে এ বিষয়টি চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

২০০১ সালের ১৭ মে আনুষ্ঠানিকভাবে রূপসা সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হয়। জাপান ও থাইল্যান্ডের 'সিমিজু আইটিডি যৌথ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ শুরু করে। নির্মাণ তদারকি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেছে প্যাসিফিক কনসালটেন্ট ইন্টারন্যাশনাল (জাপান), জাপান ওভারসিজ কনসালটেন্ট লিঃ (জাপান), কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস লিঃ (ইন্ডিয়া) এবং ডেভেলপমেন্ট ডিজাইন কনসালটেন্ট লিঃ (বাংলাদেশ)। সেতু নির্মাণকাজে জাপান, থাইল্যান্ড, ভারত এবং ব্রিটেনের দক্ষ কনসালটেন্ট ও কর্মীবাহিনীর পাশাপাশি দেশীয় জনবল কাজ করেছে।

রূপসা নদীর ওপর সেতুসহ সংযোগ সড়ক ও খুলনা বাইপাস সড়ক নির্মাণের জন্য প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় ৭২৪.১৫ কোটি টাকা। ১৩৬০ মিটার দীর্ঘ সেতু, ৮.৬৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সংযোগ সড়ক এবং ১৬.৫৪ কিলোমিটার খুলনা বাইপাস সড়ক নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে এই প্রকল্পে। ইতিমধ্যে সেতু ও সংযোগ সড়কের কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের মোট খরচের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ২৬৫.৫০ কোটি টাকা, জাপানি ঋণ মওকুফ অনুদান সহায়তা (ডিআরজিএ) ৮৪.৭৮ কোটি টাকা এবং জেবিআইসি (জাপান)-এর কাছ থেকে ঋণ হিসেবে ৩৭৩.৮৭ কোটি টাকা পাওয়া যায়।

রূপসা সেতুর প্রকল্প ব্যবস্থাপক তাপস কুমার পাল জানান, ২০০১ সালের ১৭ মে থেকে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার পর প্রায় একটানা কাজ চলে। তবে মূল সেতুর একটি টেস্ট পাইল ফেল করায় সাময়িকভাবে (প্রায় ৪ মাস) কাজ বন্ধ রাখা হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী রূপসা সেতু নির্মাণের সমাপ্তিকাল ধরা হয়েছিলো ২০০৪ সালের নবেম্বর মাসে। তবে বাস্তবে সমাপ্তিকাল এসে দাঁড়ালো ১৮ এপ্রিল ২০০৫। এ হিসাবে দেখা যায় ৪২ মাসের স্থলে ৪৭ মাস লেগেছে। এখন শুধু অপেক্ষার পালা।

মল্লিক সুধাংশু *খুলনা থেকে*

Iqvì †cm wdWg †W Dcj‡¶ GgGgwm I mvdgvÕi †hŠ_ Abôvb

মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস

এমএমসি ও সাফমা

গত ১৫ বছরে সারা দেশে ২০ জন সাংবাদিক নিহত হন। এ হত্যাকান্ডগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে এবং অবরুদ্ধ নেপালের গণমাধ্যমের মুক্তির প্রতি সংহতি প্রকাশ করে ৩ মে ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি) এবং সাউথ এশিয়ান ফ্রি মিডিয়া এসোসিয়েশন (সাফমা) যৌথভাবে ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে উদ্‌যাপন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী ড. কামাল হোসেন এবং সভাপতি ছিলেন রিয়াজ উদ্দিন আহম্মেদ। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন ঘোষণা করেন সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত দৈনিক জন্মভূমি পত্রিকার সম্পাদক হুমায়ূন কবীর বালুর পুত্র আসিফ কবীর। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সাংবাদিক এবিএম মূসা, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড. সাখায়াত আলী খান, ডেইলি স্টারের m¤úv`K মাহ্‌ফুজ আনাম, ইকবাল সোবাহান চৌধুরী, গিয়াস কামাল চৌধুরী, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, বেবী মওদুদ, ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার (এমএমসি)-র নির্বাহী পরিচালক কামরুল হাসান মঞ্জু এবং সাফমা'র সভাপতি জাহিদুজ্জামান ফারুক।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সরকার সুশাসন ও গণমাধ্যম শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের মূল প্রবন্ধ লিখেছেন সিনিয়র সাংবাদিক মাহফুজ উল্লাহ এবং সভাপতিত্ব করেন বজলুর রহমান, সম্পাদক দৈনিক সংবাদ। সেমিনারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ড. আতিউর রহমান, শওকত মাহমুদ, ড. সলিমুল্লা খান, ড. গোলাম রহমান, মশিউর আলম, মঞ্জুর আহসান বুলবুল, এসএম শামীম রেজা, ফাহমিদুল হক প্রমুখ।

বিসিডিজেসি, অধিকার ও মিডিয়া ওয়াচ

মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস উপলক্ষে বিসিডিজেসি, অধিকার ও মিডিয়াওয়াচের যৌথ উদ্যোগে ৩ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত হয় 'গণমাধ্যমের স্বাধীনতা : আজকের বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম। মুক্ত আলোচনায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অধিকার-এর পরিচালক মাসুদ আলম রাগীব হাসান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন শওকত মাহমুদ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দৈনিক আমাদের সময়-এর সম্পাদক ও বিসিডিজেসি'র প্রেসিডেন্ট নাঈমুল ইসলাম খান। মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনু, বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ আব্দুস শহীদ, বিডিআরের সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব) আজিজুর রহমান, জাতীয় সংসদের সংস্কৃতি বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সভাপতি শহীদুল ইসলাম এমপি, মাহাবুব-এ-আলম, অবজারভার সম্পাদক ইকবাল সোবাহান চৌধুরী, খবরপত্র সম্পাদক গিয়াস কামাল চৌধুরী, সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল এমপি, সরদার আমজাদ হোসেন, খন্দকার মাহাবুব উদ্দিন বীর বিক্রম, প্রাইভেটাইজেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান ইনাম আহমেদ চৌধুরী এবং বিরোধী দলীয় নেতা আমির হোসেন আমু প্রমুখ।